

প্রধান শিক্ষকের কলাম

“আপনার শিশু সন্তানকে জানার, চিন্তা করার, খোঁজার, কথা বলার, প্রশ্ন করার সুযোগ দিন।”

মানুষ আর পশুর মধ্যে পার্থক্য হলো, মানুষ জন্ম থেকে প্রশ্ন করা, জানা, খোঁজা, কথা বলা ও চিন্তাবিলাসী। পশু তা পারে না। সমাজ-বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রত্যেকটি মানব শিশু বৈজ্ঞানিক হওয়ার যোগ্যতা নিয়ে জন্ম নেয়। শিশু তার চারপাশের ঘটনাবলি থেকে জ্ঞান অর্জন করে। বিজ্ঞানীরূপে জন্ম নিয়েই সে তার চারপাশের জগৎকে আবিষ্কার করে। অজানাকে জানার আগ্রহ, কৌতুহল মনোবৃত্তি যেমন বড়দের তেমন ছোটদের। শিশুরা অনবরত প্রশ্ন করে, জিনিষপত্র নাড়াচাড়া করে, উল্ঠিয়ে পাল্ঠিয়ে দেখে, সবকিছুতেই পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে চায়, কারণ সে সারা জগতটাকে তার আপন দৃষ্টিকোণে আবিষ্কার করতে চায়।

সে আপনার কাছে হয়তো জানতে চাইবে সূর্যের তাপমাত্রা কত, কফির উপরে ক্রীম কেন ভাসে, দুধ কেন ভাসেনা, ছোট লোহার টুকরা কেন জলে ডুবে আবার এতবড় জাহাজ ভাসে কিভাবে, কিংবা হয়তো প্রশ্ন করবে, আগুন জল দিলে নেভে আবার কেরোসিন দিলে বাড়ে কেন, অথবা রংধনুর সাত রং কেন, কেন রংধনু হয়, কি ভাবে হয়, কোথা থেকে হয় ? হয়তো সবগুলো প্রশ্নের উত্তর আপনার জানা নেই। কিন্তু এমন কোন উত্তর তাকে দেবেন না যার কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণ নেই। আমাদের মনে রাখা উচিত, আজকের শিশুরা জন্ম নিয়েছে বিজ্ঞানের অপারিসীম সাফল্যের যুগে। যে মানুষ পৃথিবীর আগুন ব্যবহার করতে জানতোনা, সে মানুষ



আজ সূর্যের আগুন নিয়ে খেলতে জানে, সূর্যের তাপ ব্যবহার করে গাড়ি চালায়। বই পড়ে মানুষ আগুন আবিষ্কার করে নাই, জাহাজ পানিতে কেন ভাসে আর্কিমিডিস কোন স্কুলের শিক্ষকের কাছ থেকে শেখেন নাই। জগতের এত আবিষ্কার, বিজ্ঞানের এত বিস্ময়কর সাফল্যের পেছনে যে সকল মহামানবদের অবদান, তাঁদের বেশীর ভাগই ছিলেন অতি সাধারণ পরিবারের সাধারণ মানুষ।

শিশুর অনুসন্ধিতসু মনের একটি উদাহরণ দেই। মা দেখলেন একটি মাত্র ডিম ঘরে আছে যা আজকের নাস্তার টেবিলে স্বামীকে দেবেন। হঠাৎ করেই পাঁচ বৎসরের ছেলেটি ফ্রিজ থেকে ডিমটি বের করে মাটিতে ছুঁড়ে ভেঙ্গে ফেললো। এমতাবস্থায় মা তেলে বেগুনে আগুন না হয়ে, বাবা অগ্নি-চক্ষু না করে তাকে প্রশ্ন করলেন, সে কি ভেবে ডিমটি ভাঙলো। ছেলেটি উত্তর দিলো, বড় ভায়ের ছোট বলটি মাটিতে ছোঁড়লে কি সুন্দর লাফ দেয়, দৌড়ে, ডিমটা কেন তা করলোনা ? এর পরে তার আরো কিছু জানার আছে। বলটির ভেতরে বাতাস না থাকলে বলটি ও লাফ দেয়না কেন ? আবার কোন জিনিষ শক্ত যায়গায় যত সহজে ভাঙে নরম জায়গায় তত সহজে ভাঙেনা কেন ? একটি ডিম ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে যে সকল প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন তার উত্তর পেতে হলে আপনাকে জানতে হবে বস্তুর ধর্ম, গতি, শক্তি, বাতাসের ওজন, ঘনত্ব এসব কিছু। শিশুর অনুসন্ধিতসু মন জানতে চায়, খোঁজতে চায় ঘটনার পেছনের ঘটনা। আপনি এখান থেকেই শুরু করতে পারেন আপনার ছেলের ইউনিভার্সিটির প্রথম ক্লাস। আপনি বলতে পারেন, আমার তো বাবা এতসব



উত্তর জানা নেই, চলো আমরা দু' জন মিলে এর উত্তর খোঁজি, কিষা বলতে পারেন, তুমি রিতিমত স্কুলে যাবে, স্কুলে সব উত্তর পাওয়া যায়। অথবা বলতে পারেন, চলো লাইব্রেরীতে যাই, অজানাকে জানার একটা বই নিয়ে আসি। পৃথিবীর ভবিষ্যত নাগরিকের ভাল হওয়া, মন্দ হওয়া, শিক্ষিত হওয়া, মূর্থ হওয়া, পরোপকারী হওয়া, অনিষ্ঠকারী হওয়া, চরিত্রবান হওয়া, চরিত্রহীন হওয়া, নির্ভর করে প্রথমত মা বাবা দ্বিতীয়ত চার-পাশের পরিবেশের উপর। সব শিশুর মনেই নজরুল হওয়ার বাসনা আছে। সব শিশুই বলতে চায় “বিশ্ব জগত দেখবো আমি আপন হাতের মুঠোয় পরে।” চৈতন্যতা, গতিশীলতা, মনন, ভাবনা-শক্তি মানুষের জন্মগত গুণ, আর এই গুণ মানুষকে দিয়েছে অপরিমেয় সুপ্ত ক্ষমতার অধিকার, যা অন্য জীবের মধ্যে নেই। সংবিৎ এবং চৈতন্যতার গুণে মানুষ হয়েছে অনন্য। দূরকল্পী ভাবনা (স্পেকুলেটিভ থিংকিং) একমাত্র মানুষই করতে পারে। আর এই দূরকল্পী ভাবনাকে ই বলা হয় দর্শন। দার্শনিকতার জোরে ই পৃথিবীর মানুষ মহাশূন্যে ঘোরে বেড়াচ্ছে। বিজ্ঞান ও দর্শনে যে জাতি যত বেশী উন্নত, নিঃসন্দেহে সেই জাতিই পৃথিবীতে তত বেশী উন্নত, সুখী এবং শক্তিশালী।

মানুষের বেঁচে থাকার পথ খোঁজা শুরু হয় মায়ের গর্ভ থেকে। ভ্রূণ মনুষ্যাবয়ব পাওয়া থেকে বেরিয়ে আসার পথ খোঁজা শুরু করে। এক সময় মা তার এই খোঁজা-খোঁজি টের পান। মা বুঝেন তার পেটের সন্তান বেরিয়ে আসার অর্গলটি পেতে দেয়াল হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এভাবে খোঁজতে খোঁজতে ঠিক সময়মত একদিন বেরিয়ে আসার দার সে খোঁজে পায়। ধরিত্রীর



সদস্যের খাতায় নাম লেখানোর পর থেকে তার খোঁজা-খোঁজি শুরু হয়, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তা চলতে থাকে। জগতের অপারিসীম অগণিত, অসীম বিস্ময়কর সৃষ্টিতত্ত্ব যদি অজানা, অনাবিষ্কার থেকে যায়, মানুষ যদি তা জানতে না পারে, যদি জানার সুযোগ দেয়া না হয়, মানব জনমটাই তার ব্যর্থ যাবে। যে সুযোজ, যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে লাঞ্চিত, বঞ্চিত, বিতাড়িত, নিন্দিত, আহত, নিহত হয়েছেন সকালের অনেক ইমাম, মোজাদ্দিদ, সুফি, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিকগণ। তাদের মধ্যে আবু-মুসা বিন মনসুর হাল্লাজ, ইবনে বুশদ, ইবনে সিনা, আল্-গাজ্জালী, নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, রাম মোহন, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যা-সাগর, বেগম রোকেয়া, রবার্ট আইনস্টাইন, গ্যালিলিও, আইজাক নিউটন, সক্রিটিস স্টিভেন হকিংস অন্যতম। এ ধরায় যুগে যুগে সৃষ্টিশীল, মননশীল, বিদ্যুযী, মনীষীর জন্ম হবে যদি আমরা আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে খোঁজার, বলার, জানার, বুঝার, অনুসন্ধান করার, প্রশ্ন করার সুযোগ দিই।

সৈয়দ হাবিবুর রহমান
প্রধান শিক্ষক
বর্ষপূর্তি প্রকাশনা
সান্তারল্যান্ড আদর্শ বাংলা স্কুল, ইংল্যান্ড
১লা মে ২০০২।

বিঃদ্র:- এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আগামীতে লিখার বাসনা রইলো।

